এসএসএফ-এর ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, রবিবার, ১৫ জুন ২০০৮, ০১ আষাঢ় ১৪১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এসএসএফ-এর মহাপরিচালক ও সদস্যবৃন্দ,
সহকর্মীগণ,
সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এসএসএফ-এর বাইশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই শুভলগ্নে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শুরুতেই আমি এই ফোর্সে কর্মরত ও প্রাক্তন সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

কালের পথ-পরিক্রমায় এই বাহিনী আজ তেইশ বছরে পদার্পণ করলো। দেশ-বিদেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা রক্ষায় ইতোমধ্যে এই বাহিনী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, নিষ্ঠা এবং পরিস্থিতিভেদে ত্বরিত কার্যকর পদক্ষেপ নেবার পেশাগত দক্ষতার বাস্তব প্রতিফলন প্রদর্শন করে সকলের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সুধীমন্ডলী,

বর্তমানে জাতীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বটি ক্রমেই চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে এসএসএফ-এর কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণে এসেছে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া; বেড়েছে অপারেশনাল এবং প্রশাসনিক কর্মপরিধি ও দায়িত্ব। এসএসএফ-এর দৈনন্দিন অপারেশনাল কর্মকান্ড আমি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করছি। এছাড়া এর বহিরাঙ্গণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। তাদের কর্মদক্ষতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আগামীতে এই ধারা আরও জোরদার, সুসংহত ও বেগবান হবে বলে আমি আশা করি।

সুধীমন্ডলী,

সারা বিশ্বে বর্তমানে নিরাপত্তার সামগ্রিক বিষয়টি একটি বহুমাত্রিক ইস্যু। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানগণের নিরাপত্তার আঙ্গিক আজ শুধুমাত্র দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একটি দেশের রাজনীতি, জনসমর্থন, গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও চর্চা, অর্থনৈতিক অবস্থা, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা,

জনজীবনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ধর্ম ও গোত্রভেদে পারস্পরিক সমঝোতাবোধ, প্রতিবেশী ও বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় বর্তমানে নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে।

এসএসএফ-এর সদস্যবৃন্দ,

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিদ্যমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির আলোকে দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি সহজ কোন কাজ নয়। আমি জানি, নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকালে প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে বিভিন্ন জটিল, কষ্টসাধ্য ও স্পর্শকাতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। পেশাগত জ্ঞান, মেধা, ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সকল প্রতিবন্ধকতা আপনারা সাহসিকতা ও সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে চলেছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা উঁচু পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা, কর্তব্যনিষ্ঠা সমুন্নত রাখবেন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও নিশ্ছিদ্র প্রয়োগ নিশ্চিত করতে গিয়ে বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের কর্মকান্ডের দ্বারা জনজীবন যেন কোনক্রমেই বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে আপনারা নজর রাখবেন। সাধারণ জনগণ যেন অযথা হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার না হয় সেব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। এ ব্যাপারে আপনাদের সদ্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। স্মরণ রাখবেন, একজন রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। একই সাথে যে কোন দৈব পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা বা প্রতিকূলতার সম্ভাবনাসমূহ মাথায় রেখে যথাযথ প্রতিকারের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাও আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োজিত অন্যান্য সকল সংস্থার সাথে বিস্তারিত ও যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রুটিহীন নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করার দায়িত্ব আপনাদের সবার। আর এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কঠোর অধ্যবসায় ও অনুশীলন। আমি জেনে আনন্দিত যে, আপনাদের অপারেশনাল কর্মকান্ড, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অবকাঠামো এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত ও বাস্তবধর্মী। নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদেরও আপনারা যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। আমি আশা করছি, আপনাদের এই শুভ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপনারা সর্বদা সফলকাম হবেন।

এসএসএফ-এর সদস্যদের আবাসন সমস্যা সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অফিসার এবং স্টাফদের জন্য আলাদা আলাদা বহুতল ভবনের কাজ শুরু হয়েছে। আপনাদের পেশাগত দক্ষতা ও ফোর্সের সামর্থ্য ও কার্যকারিতা বাড়াতে সরকার সচেষ্ট। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং নিরাপত্তা বিষয়ক আধুনিক সরঞ্জামাদি দ্বারা এই ফোর্সের মানোন্নয়নে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে আমি আপনাদের পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসএসএফ-এর কার্যক্রমেও অনুকূল পরিবর্তন আনা আবশ্যক। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের গণসংযোগের বিষয়টিকে আপনাদের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। সেজন্য সহমর্মিতা সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতামূলক আচরণের বিষয়গুলিকে আপনাদের গুরুত্বের সাথে স্মরণে রাখতে হবে। তাই জনসম্পৃক্ততা বজায় রেখে কিভাবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় নিশ্চিত করা যায় সে আদলে আপনাদের কাজ করতে হবে। এছাড়াও নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে কর্তব্যরত অন্যান্য

দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে আপনাদেরকে কাজগুলো করে যেতে হবে। এজন্য এসএসএফ-এর প্রতিটি সদস্যকে একদিকে যেমন হতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত, সৃজনশীল এবং কৌশলী, তেমনি অন্যদিকে হতে হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দায়িত্বশীল অথচ মার্জিত ও নম্র।

পরিশেষে, আমি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রাক্তন এবং বর্তমান সকল সদস্যের সার্বিক কল্যাণ, সুস্থ ও সুন্দর জীবন, পেশাগত সাফল্য কামনা করছি।

বাইশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে এই বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ হাফেজ।

......